গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৩৯.০১৮.০০৯.২০২৪-৫৪৫

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪৩২ / ৩১ মার্চ ২০২৬

বিষয়: **সাম্প্রতিক জ্বালানী তেল সংকট ও অস্থিরতার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।**

সূত্র: **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০০০.০৭৫.০৩.০০০১.২৫.১৭৩, তারিখ: ২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রি.**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতেসাম্প্রতিক জ্বালানী তেল সংকট ও অস্থিরতার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিশেষ প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

Tahmina 31/03 26

তাহমিনা আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২-৫৫১০১১৮১
E-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

স্থানীয় সরকার বিভাগ:

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল)/মহাপরিচালক (পমূপ), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
২. যুগ্মসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৩. উপসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৪. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
৫. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৭. সহকারী সচিব (সকল), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল);
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা (সকল);
৪. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা;
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ (সকল);
৬. প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ (সকল);
৭. প্রশাসক, পৌরসভা (সকল);

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ. আ. উপসচিব, রাজনৈতিক-২ শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৪. অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) পৌরসভা
৪) উন্নয়ন
৫) পানি সরবরাহ (পাস)
৬) উপজেলা অধিশাখা
৭) ইউপি অধিশাখা
৮) অডিট অধিশাখা
৯) আইন অধিশাখা
ডাইরি নং.....................
তারিখঃ
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক-২ শাখা
www.moha.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৭৫.০৩.০০০১.২৫.১৭৩

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সাম্প্রতিক জ্বালানি তেল সংকট ও অস্থিরতার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত গোপনীয় প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, গোপনীয় প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশের সংশ্লিষ্টতা অনুসারে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে, সদয় দ্রষ্টব্য।

২৫-০৩-২০২৬
কে.এম.ইয়াসির আরাফাত
উপসচিব
ইমেইল : political2@moha.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
২। সচিব, সচিবের দপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৬। ইন্সপেক্টর জেনারেল , পুলিশ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স।
৭। মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।
৯। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং
১০। সকল জেলা প্রশাসক।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর
নং......... তারিখ.........
যুগ্মসচিব (প্রশাসন/ উপজেলা/ অডিট)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৭৫.০৩.০০০১.২৫.১৭৩/১ (৪)

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৫ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং
৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ডাইরী নং................. তারিখ
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয় ও কাউন্সিল/জেপ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

২৫-০৩-২০২৬
কে.এম.ইয়াসির আরাফাত
উপসচিব

প্রতিক জ্বালানি তেল সংকট ও অস্থিরতার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন:

সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ চেইনকে বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ব্যাপক ওঠানামা বিশ্ব অর্থনীতিতে যেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তেমনি বাংলাদেশের বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত ও স্বাভাবিক সরবরাহের আশ্বাস দিলেও মধ্যপ্রাচ্যে সংকট দীর্ঘায়িত হওয়ায় জনমনে অস্থিরতা ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জ্বালানি তেলের সরবরাহ কমে যাওয়ায় এবং অতিরিক্ত চাহিদার কারণে জ্বালানি তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাম্প মালিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। পেট্রোল পাম্প মালিকরা নিরাপত্তা এবং পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল সরবরাহ না পেলে পাম্প বন্ধ করে দেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ:

১। দেশে চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত সরবরাহ ও ঈদের ছুটির কারণে ব্যাংক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় পেট্রলপাম্পগুলোতে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পাম্পকর্মীদের সাথে গ্রাহকদের মারামারি ও দীর্ঘ লাইনের কারণে অনেক পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীদের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রচেষ্টাও রয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি হবে এই সম্ভাবনায় অনেক পাম্প মালিক গ্রাহককে কম তেল দিয়ে অধিক লাভের আশায় তেল মজুদ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২। ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, নীলফামারী, নওগাঁসহ উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা যেখানে প্রধানত দিনাজপুরের ডিপোগুলো থেকে জ্বালানি সরবরাহ হয়ে থাকে, সিলেট ও অন্যান্য কিছু জেলায় ফিলিং স্টেশনগুলোতে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও গ্রাহকেরা কাঙ্ক্ষিত জ্বালানি তেল পাচ্ছে না। অধিকাংশ পাম্পেই 'তেল নেই'লেখা নোটিশ ঝুলছে। তবে বিভিন্ন স্থানে খোলা বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। নীলফামারী জেলার মোট ৩৮ টি ফিলিং স্টেশনের মধ্যে ০৮টি ফিলিং স্টেশনে তেল বিক্রয় বন্ধ আছে। অন্যান্য ফিলিং স্টেশন সমূহে সীমিত তেল সরবরাহ কার্যক্রম চালু আছে।

৩। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে খোলা বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের তথ্য রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও জেলায় খোলা বাজারে ২০০-২৫০ টাকা পর্যন্ত লিটারে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের তথ্য পাওয়া যায়। অথচ সরকার নির্ধারিত দামে পেট্রোল পাম্পগুলোতে জ্বালানি তেল বিক্রয় হচ্ছে। ঠাকুরগাঁও জেলার বাধন কাকন ফিলিং স্টেশন এন্ড সার্ভিসিং সেন্টারে গভীর রাতে ব্যারল ভর্তি করে জ্বালানি তেল রাখার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হয়। দিনাজপুরের ডিপোগুলো থেকে ২/১ দিনের মধ্যে পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল সরবরাহ হলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

৪। মোটরসাইকেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তেলের চাহিদায় পাম্পগুলোতে দীর্ঘ লাইন তৈরি হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে চাহিদা মাফিক তেল না পাওয়ায় গ্রাহকেরা বিরক্ত হয়ে পড়ছেন। আর এই চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন পাম্পকর্মীরা। অনেকেই চাহিদা মতে তেল না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছেন। ফলে সংঘর্ষের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৫। গত ২০ মার্চ, ২০২৬ খ্রি. বাগেরহাট খানজাহান আলী ফিলিং স্টেশনে হামলার ঘটনায় তিন জন কর্মচারী আহত হয় এবং সারাদেশে পাম্পগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। এর জেরে পরবর্তীতে গত ২২ মার্চ, ২০২৬ খ্রি বাগেরহাটের পৌর যুবদলে ভারপ্রাপ্ত আহব্বায়ককে গ্রেফতার করা হয়।

৬। কুড়িগ্রাম জেলার ২০টি ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল ও অকটেনের ঘাটতি রয়েছে। জেলায় জ্বালানি তেলের চাহিদা দৈনিক প্রায় ৪ লাখ লিটার। বর্তমানে সরবরাহ হচ্ছে প্রায় ৫০ হাজার লিটার। ঈদের ছুটিতে তেল সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় এবং জ্বালানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো চাহিদা অনুযায়ী তেল সরবরাহ করতে না পারায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।

৭। গত ২৩ মার্চ, ২০২৬ খ্রি. ১৫:৩০ ঘটিকায় গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সদরের বোয়ালিয়া এলাকায় অবস্থিত জিপি ।ফলিং স্টেশনে পেট্রোল নেওয়ার জন্য অপেক্ষারত মোটরসাইকেল চালকেরা পেট্রোল না পেয়ে এক পর্যায়ে ৮০-১০০ জন একত্রে স্টেশনের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে। গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে মোটর সাইকেল চালকেরা ১৬:০০ ঘটিকায় অবরোধ তুলে নিলে যানবাহন চলাচল স্বভাবিক হয়। জিপি ফিলিং স্টেশনের মালিকের ভাষ্য মতে, সরবরাহ না থাকায় সাময়িকভাবে পাম্প বন্ধ রাখা হয়েছিল। ১৬:৩০ ঘটিকার পর নতুন করে তেল সরবরাহ করায় রেশনিং পদ্ধতিতে পেট্রোল বিক্রি শুরু করা হয়।

৮। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর পরবর্তী সময়ে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প থেকে সীমিত আকারে জ্বালানি সরবরাহ করে আসছে। পেট্রোল পাম্পগুলো জ্বালানি তেল বাঘাবাড়ি ঘাট ডিপো থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে না পাওয়ার কারণে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দিতে পারছে না। পেট্রোল পাম্প থেকে পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে, বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ক্রেতা এবং পেট্রোল পাম্প কর্মচারীদের মধ্যে অনাকাঙ্খিত ঘটনাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী জেলার ০৮ টি থানা এলাকায় মোট ২৪ টি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। গত ২৩ মার্চ, ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত ১০ টি পেট্রোল পাম্পে তেল সরবরাহ চালু রয়েছে। বাকি ১৪ টি পেট্রোল পাম্পের তেল সরবরাহ সাময়িক বন্ধ রয়েছে, যা ডিপো হতে তেল প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তীতে দেওয়া হতে পারে মর্মে জানা যায়।

৯। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। গত বছরের তুলনায় প্রায় ২৫% বেশি তেল আমদানি করা হচ্ছে, তাই তেলের ঘাটতি হবে না বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেছেন। ঈদের কারণে গত কয়েকদিন সরবরাহে সাময়িক বিঘ্ন হওয়ায় কিছু চাপ তৈরি হয়েছিল, তবে সেটি স্থায়ী সমস্যা নয়। জনগণকে আতঙ্কিত না হয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তেল ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার ভর্তুকি দিয়েও তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১০। পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন এর নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম কাবুলকে আহবায়ক করে সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে। আহবায়ক কমিটি সংগঠনের সদস্যদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ মার্চ ২০২৬ খ্রি. বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (একাংশ) ফিলিং স্টেশনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের পাশাপাশি সেনাসদস্য মোতায়েনসহ আট দফা দাবিতে সিদ্ধেশ্বরী স্কাইসিটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে।

১১। জ্বালানি তেলের মজুদ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিজেলের মজুদ সর্বোচ্চ পরিমাণ হলেও চাহিদা বেশি থাকায় ১৪ দিন চলবে। ৩১ মার্চের মধ্যে জ্বালানি তেলের ১০টি জাহাজ আসার কথা রয়েছে। এটি আসতে পারলে দ্রুত এ সংকট কেটে যাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

দেশে জ্বালানি তেলের বর্তমান মজুদ ও সম্ভাব্য স্থায়িত্ব:

জ্বালানি তেল	বর্তমান মজুদ (২৪ মার্চ ২০২৬)	সম্ভাব্য স্থায়িত্ব
ডিজেল	১,৮৫,০০০ টন	প্রায় ১২-১৪ দিন চলবে
পেট্রোল	১৬,৬০৫ টন	প্রায় ১১-১৩ দিন চলবে
অকটেন	১১,০০০ টন	প্রায় ৯ দিন চলবে

সোর্স: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

জ্বালানি তেলের রেশনিং ব্যবস্থা:

জ্বালানি তেল	রেশনিংয়ের আগে দৈনিক চাহিদা	রেশনিং তোলার পর দৈনিক চাহিদা
ডিজেল	১২,০০০ টন	১৬,০০০ টন
পেট্রোল	১,৩০০ টন	২,৩০০ টন
অকটেন	৯১৩ টন	১,৬০০ টন

সোর্স: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা, হরমুজ প্রণালী বন্ধ এ কারণে দেশে তেলের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তেল পাওয়া যাবে না অথবা বাজারে তেলের

বাড়তে পারে এমন ধারণায় জনমনে উদ্বেগ, ভোগান্তি ও চাহিদার হঠাৎ বৃদ্ধি এবং আগের তুলনায় বেশি মজুদের প্রবণতা দেখা দেয়। এছাড়াও ঈদে বাড়ি যাওয়া-আসায় দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস ও মোটরসাইকেলের চাপ অনেকাংশে বেড়ে যায় যার ফলে জ্বালানি তেলের চাহিদাও এ সময় বৃদ্ধি পায়।

১২। দেশে বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৩১২০টি ফিলিং স্টেশন রয়েছে তন্মধ্যে ঢাকায় ফিলিং স্টেশন ১২৬ টি। দেশের ফিলিং স্টেশনগুলোতে জ্বালানি সরবরাহ করে রাষ্ট্রায়ত্ত তিন প্রতিষ্ঠান পদ্মা অয়েল, মেঘনা পেট্রোলিয়াম ও যমুনা অয়েল কোম্পানি। সারা দেশে প্রায় ১৫ টি ডিপো রয়েছে। এসব ডিপো থেকে ৩ হাজার ১২০ টি ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি পাঠানো হয়। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা ও জ্বালানি সংকট এড়াতে, বাংলাদেশে ৬ মার্চ ২০২৬ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জ্বালানি তেলের রেশনিং ব্যবস্থা শুরু হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) যানবাহনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে তেল কেনার দৈনিক সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এই রেশনিং ব্যবস্থা ৯দিন চালু থাকার পর ১৫ মার্চ ২০২৬ থেকে তুলে নেওয়া হয়। রেশনিং তুলে নেওয়ার পরও জনগণের মধ্যে আস্থা পুরোপুরি ফিরে আসেনি। ফলে অনেকেই ভবিষ্যৎ সংকটের আশঙ্কায় অতিরিক্ত তেল ক্রয় করছে (প্যানিক বায়িং), যা বাজারে চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

১৩। আবাসিক ও অফিসের উচ্চ ভবনের জেনারেটর ও লিফটের জন্য পূর্বের ন্যায় সরাসরি ফিলিং স্টেশন থেকে তেল সংগ্রহ করছে তবে আগামীতে তেল না পাওয়ার আশংকায় আগের তুলনায় বেশি মজুদের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসাবে ডিজেল সাধারণত ট্যাংলরির মাধ্যমে ডিপো থেকে সরাসরি সরবরাহ করে নিজস্ব স্টোরেজ ট্যাঙ্কে মজুদ করে।

জ্বালানি তেল নিয়ে অস্থিরতার কারণসমূহ:

তীব্র সরবরাহ সংকট: পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অনেক কম হওয়ায় পাম্পগুলোতে জ্বালানি তেলের সংকট দেখা যাচ্ছে।

বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা: গ্রাহক পর্যাপ্ত জ্বালানি তেল না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পাম্পে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং অনেক জায়গায় স্টাফদের মারধরের ঘটনাও ঘটছে।

কালোবাজারি: অনেকে বারবার লাইন ধরে জ্বালানি তেল কিনে বাইরে খোলা বাজারে বেশি দামে বিক্রি করছে। এতে সাধারণ গ্রাহকরা চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল পাচ্ছে না।

কৃত্রিম সংকট ও মজুদ: অনেকে জ্বালানি তেল কিনে অবৈধভাবে মজুদ করছে। আবার কেউ কেউ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিনে রাখছে, যা পরিস্থিতি আরও জটিল করছে।

ব্যাংকিং জটিলতা: ঈদের ছুটি শেষে ব্যাংক খুললে পে-অর্ডারের মাধ্যমে তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সুপারিশ:

- চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ফিলিং স্টেশন, তেল শোধনাগার, তেল ডিপো ও জ্বালানি সংরক্ষণাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জ্বালানি তেলের অব্যবস্থাপনা রোধ করা।
- জনবিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য জ্বালানি তেলের মজুদ ও চাহিদার হালনাগাদ তথ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জ্বালানি তেল নিয়ে অপপ্রচার ও গুজব রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জ্বালানি তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, মজুদদারি ও কালোবাজারি প্রতিরোধে নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।